উপজেলা অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Upazilla Office)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্র বিন্দুই হলো সরেজমিন উইং। সরেজমিন উইং এর আওতায় উপজেলা,জেলা, অঞ্চল পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। গবেষণা প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তি মূলতঃ সরেজমিন উইং কৃষকের নিকট সম্প্রসারণ করছে। মাঠ পর্যায়ে বার্ষিক কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এ উইং এর মূল কাজ। ক্রমহ্রাসমান চাষযোগ্য জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ এর অধিন সরেজমিন উইং কৃষকের নিকট চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বিগত তিন বছরে চাল, গম, ভূট্টা ও আলুসহ শাক-সবজীর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে বিগত তিন বছরে চালের মোট উৎপাদন হয়েছে ৬৮২৮০ মেঃ টন এবং অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্যের (চাল+গম+ভূট্টা) উৎপাদন হয়েছে ২৫১০০ মেঃ টন। ফলে ২০২০-২১ এর তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৮০ মেঃ টন। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ফসলের আধুনিক ও ঘাত সহিষ্ণু জাত, পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার, পার্চিং, আধুনিক চাষাবাদ, গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব ও সবুজ সার তৈরী ও ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মোট জনগোষ্ঠির প্রায় অর্ধেক নারীকে কৃষিতে সম্পৃক্তায়নের লক্ষ্যে নারীসহ বিগত তিন বছরে প্রায় ২৫০০ কৃষক/কৃষাণীকে লাগসই আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

দেশে প্রতিবছর চাষযোগ্য জমি হ্রাস পাওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির বিশাল খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণার্থে টেকসই ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, জলবায়ুগত পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও দূর্যোগপূর্ণ এলাকায় চাহিদা ভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, জমির স্বাস্থ্য, উর্বরতা শক্তি রক্ষার মাধ্যমে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ক্রপজোনিং, সেচ কার্যে ভূ-উপরিস্থ পানির দক্ষ ব্যবহার, সুষম মাত্রায় ও দক্ষভাবে সারসহ অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, খামার যান্ত্রিকরণ, দ্রুত ও সহজে প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ই-কৃষি প্রবর্তন, গবেষণা-সম্প্রসারণ-কৃষক সমন্বয় সাধন শক্তিশালীকরণ, কৃষিতে নারীর সম্পৃক্তায়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, সম্প্রসারণ কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং কৃষক/কৃষাণীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সার ব্যবস্থাপনা পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, জলবায়ুগত পুরিবর্তনের কারণে সম্ভাব্য দুর্যোগপ্রবণ এলাকার উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সেচ কার্যে ভূ-উপরিস্থ ও বৃষ্টির পানির দক্ষ ব্যবহার, চাষী পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, মানসম্পন্ন ও রফতানীযোগ্য ফল, সবজী চাষ এলাকা সম্প্রসারণ, বসতবাড়ির আঙ্গিনার কার্যকর ব্যবহার, শস্য বিন্যাসে ডাল, তেল, মসলা ও সবজীজাতীয় ফসল অর্ন্তভূক্ত করে ফসলের বহুমুখীতা এবং নিবিড়তা বৃদ্ধি, "বাংলা গ্যাপ" সুচনা এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সম্প্রসারণ কর্মীর প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষক/কৃষাণীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধিকরণ, দ্রুত প্রযুক্তি বিস্তারে ই-কৃষি প্রবর্তন, খামার যান্ত্রিকীকরণ শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে চালের মোট উৎপাদন ২৪৬৬৯ মেঃটন যার মধ্যে উফশী আউশ ধান উৎপাদন ৬৭৬০ মেঃ টন (চালে) এবং মোট খাদ্য শস্যের (চাল+গম+ভুট্টা) উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২৫৫০০ মেঃ টন।
- * লাগসই আধুনিক প্রযুক্তির উপর ২২১৮ জন কৃষক কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- * আধুনিক প্রযুক্তির উপর ১৫ জন সম্প্রসারণ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- * আধুনিক জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ২০০ টি প্রদর্শনী স্থাপন।
- * কৃষক পর্যায়ে ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের সুষম ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ এবং ফসল আবাদে ৩০% জমিতে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।